25

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 19 MAR 1987
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

পাবনায় প্রাথমিক শিক্ষা বিঘ্নিত হচ্ছে ॥ ৩১টি বিদ্যালয় বন্ধ

19 MAR [redacted]

সাঁথিয়া (পাবনা), ১৭ই মার্চ (সংবাদদাতা) ।—পাবনা জেলার প্রাথমিক শিক্ষা সংকটের সম্মুখীন। জেলার ৬৪৫টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত হয়ে পড়ায় এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া দারুণভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে।

বিদ্যালয় গৃহের প্রয়োজনীয় উন্নয়ন ও সংস্কারের অভাব, জরাজীর্ণ আসবাবপত্র, শ্রেণীকক্ষে স্থানাভাব, পানীয় জলের সংকট, প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষকের অভাব, বিনামূল্যে বই বিতরণে জটিলতা, শিক্ষা উপকরণের অভাব, খাতাপত্র, পেন্সিল ও কাগজের দুর্মূল্য এসব মিলিয়ে জেলার প্রাথমিক শিক্ষা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

প্রাথমিক শিক্ষার এ দৈন্যদশায় ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে অভিভাবক মহল দারুণভাবে উদ্বিগ্ন।

জেলার শিক্ষা পরিদপ্তরের নথিপত্রের হিসেবমতে '৮৭র ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত জেলার ৬৪৫টি সরকারী ও ১৬২টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রী সংখ্যা হলো ১ লাখ ৯৪ হাজার ৬শ' ৭৭ জন এবং কার্যরত শিক্ষক রয়েছেন ৩ হাজার ২শ' ৬৩ জন। শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে ১শ' ২১টি। শূন্য পদগুলোর ২০টি প্রধান শিক্ষকের ও ১শ' ১টি সহকারী শিক্ষকের। বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবস্থা খুবই করুণ। ইতিমধ্যেই সাঁথিয়া উপজেলার ৭টি, সুজানগরের ৬টি, বেড়ার ৪টি, ঈশ্বরদীর ৩টি, চাটমোহরের ৩টি, আটঘড়িয়ার ২টি, ফরিদপুরের ২টি, ভাংগুড়ার ১টি ও পাবনা সদরের ৩টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় অর্থের অভাবে বন্ধ হয়ে গেছে।

স্কুল ভবনগুলোর বেশীর ভাগের অবস্থা খুবই করুণ। ৬৪৫টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে মাত্র ২০৩টি পাকা বা আধা পাকা অবশিষ্ট ৪৪২টি কাঁচা ঘড়। ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে বিদ্যালয়গুলোতে সমস্যা আরো প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। ৪টি বিদ্যালয়ে শিক্ষক রয়েছে মাত্র ২জন করে। ৩ জন করে শিক্ষক রয়েছে এমন বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২৭টি এবং ৫৮টি বিদ্যালয়ে রয়েছে ৪জন করে শিক্ষক।

মার্চ মাসের অর্ধেক চলে গেছে অথচ জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় ৪ হাজার ছাত্র-ছাত্রী সরকারের সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীর আওতায় চলতি শিক্ষা বছরের বিনা মূল্যের কোন পাঠ্যপুস্তক এখনো পায়নি।

১৭০টি বিদ্যালয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য স্থান সংকুলান না হওয়ায় গাছ তলায় ক্লাস হয়। ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও বিদ্যালয় ভবনের পরিধি যেমন ছিল তেমনই আছে।

উন্নয়ন খাতে মোট বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে ছ ১৭ শতাংশ টাকা শিক্ষা খাতে ব্যয়ের জন্য নির্দিষ্ট থাকলেও খরচ করা হয়েছে মাত্র ৪ দশমিক ৫ শতাংশ। প্রায় বিদ্যালয়ে বেঞ্চ নেই, যা আছে তা গত ১৫ বছরে মেরামত না করায় ভেঙ্গে গেছে। আসবাবপত্র ইউনিসেফ থেকে যা পাওয়া যায় তাই ভরসা। এছাড়া ২শ' ২৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের খাবার পানির জন্য নলকূপ নেই। পায়খানা প্রস্রাবখানা নেই ৩শ' ৪টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। বিদ্যালয়গুলোতে খেলাধুলার কোন ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষকদের গড় হাজিরাও ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনা ব্যাহত হওয়ার অন্যতম কারণ।

গত ১৫ বছরে পাবনা জেলার ৯টি উপজেলায় মাত্র ১৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারী করা হয়েছে।